রি-রোলিং শ্রমিকদের

ন্যায্য মজুরি, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দেয়ার দাবি

৮ এপ্রিল রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্টের মতবিনিময় সভা

'অধিকার বঞ্চিত রি-রোলিং মিলের শ্রমিক : করণীয় কী?' শীর্ষক মতবিনিময়সভা পুরানা পল্টনস্থ মুক্তি ভবনে ৮ এপ্রিল '১৯ রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্ট-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ইমাম হোসেন খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব-এর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সমন্বয়ক মেজবাহ উদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সহসভাপতি মাহবুব আলম, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাইমুল আহসান জুয়েল, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, দেশে এমন কোন শিল্পকারখানা নেই যেখানে নিরাপদ ও আধুনিক সমাজের উপযোগী কর্মপরিবেশ আছে; যেখানে আমাদের সংবিধানে বর্ণিত অধিকার, আইএলও স্বীকৃত মান ও মানবাধিকার স্বীকৃত অধিকারগুলো বিদ্যমান আছে; যেখানে শ্রমিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারগুলো বিদ্যমান; যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কারখানা পরিচালিত হচ্ছে? প্রত্যেকটা জায়গায় শ্রমিকের স্বীকৃত অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হচ্ছে। রি-রোলিং শ্রমিকরা শ্রম আইনের সুরক্ষার পায় না। শ্রম আইনে উল্লেখ থাকলেও বেশিরভাগ কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র নেই। নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র না থাকায় যখন-তখন চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়। শ্রমিকরা আইনসঙ্গত পাওনা ও সুরক্ষা নিয়ে মালিকের সাথে কথা বলার ক্ষমতাও রাখে না। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের কথা কাগজে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা নেই। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ অনুপস্থিত রি-রোলিং মিলগুলোতে।

তিনি আরও বলেন, যারা শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দৃষ্টিনন্দন সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করছে অন্যের জন্য, তাদের জীবনযাত্রা সভ্যতার তলানিতে য়দেএই মজুরি ি।াকার জন্যথমজুরি যা চাওয়া হয়েছে তা হলো কোন রকমে খেয়েপরে বেঁচে ।াসী মানুষের মতোবাহগু— এখন ;রশাসন্বপাকিস্তানি মালিক আর সামরিক সৈ ,আগে ছিল পাকিস্তানি শাসক ।আধুনিক জীবনযাপনের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না াবিগুলো সব শ্রমিকের কাছে দর দশ্রমিকে ।এই হচ্ছে পরিবর্তন ।করশাস্বহলো বাঙালি শাসক বাঙালি মালিক এবং বেসামরিক সৈ রই হানতে দম আঘাতটা শ্রমিকথেআজকের পরিস্থির পাল্টানোর প্র ।গণমানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে ,ব্যাখ্যা করে তুলে ধরতে হবে ।করতে হবে ক্তালনকে যুদলগুলোর আন্দেরাজনৈতিক থালনের সাদের আন্দেশ্রমিকে ।হবে

তিনি আরও বলেন, ৫ বছর পর পর মজুরি ঘোষণা করার আইন থাকলেও রি-রোলিং সেক্টরে ২০১১ সালের পর মজুরি কাঠামো ঘোষণা করা হয়নি। ইতিমধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে কিন্ত সেখানে এমন একজনকে শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে যার রি-রোলিং সেক্টরের শ্রমিকদের সাথে কোন সম্পর্ক নাই। শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠন হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ঘোষণা করার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত গঠিত মজুরি বোর্ড এর কোন বৈঠক হয়েছে বলে আমরা শুনি নাই। পে-স্কেল, মজুরি কমিশন, বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং ঝুঁকি বিবেচনায় ন্যূনতম মজুরি ২২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, রি-রোলিং মিলের শ্রমিকদের মজুরি তার উৎপাদন, জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ হবে এটা যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা। মজুরি তার শ্রমশক্তির মূল্য, কোন দয়া বা করুনা নয়। কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, আজীবন আয়ের সমান মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মস্থলে ঝুঁকিভাতা দিতে হবে। শ্রমিকদের জন্য সরকার কর্তৃক রেশন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। রি-রোলিং শ্রমিকদের দাসের মতো খাটানো হয়; সেখানে কোন শ্রম আইন নেই। কলকারখানা অধিদপ্তর এখানে কোন ভূমিকা রাখে না। রি-রোলিংসহ সকল শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ২ লাখ শ্রমিক রি-রোলিং স্টিল মিলে কাজ করে। যারা উন্নয়নের এত গল্প করে আপনারা স্টিল মিলে যান এবং দেখেন এই কাজ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং শ্রমিকের জীবনযাপন কতটা পাশবিক। গ্রিক দেশে একটা কথা চালু ছিল যে, উৎপাদন করতে তিন ধরনের যন্ত্র লাগে। একটা হলো যে যন্ত্র শব্দ করে না; আরেকটা হলো যে যন্ত্র শব্দ করে; আরেকটা যন্ত্র আছে যারা মুখে কথা বলে। যন্ত্রের চেয়ে এদের বেশি মর্যাদা নেই এরা হলো শ্রমিক যন্ত্র। মেশিন নষ্ট হয়ে গেলে অনেক টাকা খরচ করে আবার মেশিন কিনতে হয় কিন্তু শ্রমিক যন্ত্র নষ্ট হলে সেটা কিনতে কোন টাকা লাগে না। এটা এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত ধারণা হয়ে গেছে। এটা শুধু শ্রমিক সম্পর্কে মালিকের ধারণা নয়, এটা সাধারণ নাগরিক সম্পর্কে শাসকদের ধারণা। শাসকরা সাধারণ মানুষকে আর মানুষ মনে করে না। শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ বেতন না দিলে আমাদের শ্রম শক্তিও অকালে ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ বাড়িঘরে নিরাপদে বসবাস করবে, সেখানে যদি আগুন লাগে তা নেভানোর যন্ত্র নাই, মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠাতে পারে। ফলে এদের কাছে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ নয়, নাম কামানো গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অঙ্ক করে শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন যে ২২ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে তা যৌক্তিক।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রম আইনে বলা আছে, নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ব্যতীত এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমরা দেখি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ও কৃষি খাতের বড় অংশের শ্রমিক এই আইনের আওতার মধ্যে পড়ে না। আমাদের শ্রমিকদের কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ছয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শিক্ষাধীন; বদলি; সাময়িক; অস্থায়ী; শিক্ষানবিশ ও স্থায়ী। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রম দপ্তর রি-রোলিং শ্রমিকদের কোন প্রকৃতি নির্ধারন করেননি। শ্রম আইনের ৫ নং ধারায় বলা আছে—কোন মালিক নিয়োগপত্র প্রদান না করিয়া কোন শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। ৬ নং ধারায় বলা আছে—প্রত্যেক মালিক তাহার নিজস্ব খরচে তৎকর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য একটি সার্ভিস বইয়ের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু রি-রোলিং মিলের কোন শ্রমিক কী কোন দিন পরিচয়পত্র, নিয়োগপত্র চোখে দেখেছেন? দেখেননি!

আমাদের দেশে সাড়ে তিন শ রি-রোলিং স্টিল মিল আছে; তাতে কর্মরত শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা লেবার ইন্সপেক্টর আছেন। এই কর্মকর্তারা কী কোন দিন একটা কারখানায় গিয়ে শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয় খোঁজখবর নিয়েছেন! নেননি। শ্রম আইন না মানার জন্য কী মালিকের বিরুদ্ধে কোন একটা মামলা করেছেন? করেননি! আজ পর্যন্ত শ্রম আইনের কোন ধারা না মানার কারণে কোন মালিকের দণ্ড হয়নি! তার মানে শ্রম আইনের কোন সুরক্ষাই শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত হয় নাই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আমাদের দেশের শ্রমিকের ন্যায্য অধিকারগুলো বরাবরই উপেক্ষিত হয়ে আসছে। শ্রম আইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে এখন আমাদের সরকার ও মালিকের নির্দেশিত পথে হাটতে হচ্ছে। এতে শ্রমিকের স্বার্থ কোনভাবেই রক্ষিত হবে না। দেশের শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এখনও প্রায় দাস প্রথার স্তরে আছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সরঞ্জাম মালিকের সরবরাহ করার কথা। শ্রমিকরা দাবি করলে পাঁচ বছরের আগেও মজুরি বোর্ড গঠন করা যায়। আগে রি-রোলিং শ্রমিকদের শরবত খাওয়ানো হতো। কলকারখানা পরিদর্শকদের চাপ প্রয়োগ করে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আন্দোলনে ঝুঁকি আছে কিন্তু সেটা ছাড়া কোথাও শ্রমিকের অধিকার আদায় হয়েছে এমন নজির নাই। দাবির যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা যেমন আমাদের তুলে ধরতে হবে তেমনি সেটা আদায় করিয়ে নেয়ার শক্তিও অর্জন করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আইএলও'র মানদণ্ড, পে-কমিশন, বিভিন্ন গবেষণার রির্পোর্ট, শ্রমিকের পুষ্টিমান বিবেচনায় যে কোন দিক থেকে দেখলে শ্রমিকের মজুরি ২২ হাজার টাকার নিচে হতে পারে না। আমরা যে দাবিগুলো করছি মালিক স্বেচ্ছায় তা দিবে না; আদায় করে নিতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সফল করতে হলে জাতীয় আন্দোলনের ও সফলতা লাগবে আবার জাতীয় আন্দোলন সফল হলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সফলতা লাগবে। স্কপও রি-রোলিং শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে তাদের সাথে থাকবে।